NOV. 1 3 2000

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

16

কৃষি শিক্ষা উন্নয়নে ১১ প্রতিবন্ধকতা

শাখাওয়াত লিটন : কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষা চরম অবহেলিত। দুর্বল কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শিক্ষিত ও দক্ষ কৃষক তৈরি হচ্ছে না। ফলে কৃষি উৎপাদন ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা মনে করেন।

সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে কৃষি শিক্ষা উন্নয়নে ১১টি প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত এবং তা দূর করার সুপারিশ করেছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনেও দেশের কৃষি শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং মান উন্নয়নের জন্য নানা পরামর্শ দেওয়া হলেও সেগুলো কাগজে কলমে রয়ে গেছে। ফলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের এ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিয়েও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ইতিমধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন দেশের কৃষি ও কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি জানায়, ১৩ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে প্রতিবছর শুধুমাত্র কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে প্রায় ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে মাত্র ৭০০ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ রয়েছে। পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে বৃত্তিমূলক ও কৃষিসহ কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির শতকরা হার মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৫০-৭০ ভাগ। বাংলাদেশে এ হার ৫ শতাংশেরও কম। তাছাড়া বিদ্যমান ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষকস্বল্পতা, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাষাবাদে ব্যবহৃত উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় কৃষির উৎপাদনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ছে না। ১৯৭০-'৭১ সাল থেকে ১৯৮৭-'৮৮ সাল পর্যন্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে ৫ গুণ, যার বিপরীতে উৎপাদন বেড়েছে মাত্র আড়াই গুণ। একই সময়ে ভারতে সারের ব্যবহার বেড়েছে ৩ দশমিক ৮ গুণ অথচ দক্ষ ও শিক্ষিত কৃষকের জন্য উৎপাদন বেড়েছে ৩ গুণ।

দেশের শিক্ষাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে গঠিত ৯টি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে কৃষি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিবিজ্ঞানে যে পাঠ দেওয়া হয় তা একজন শিক্ষার্থীর স্বকর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কমিশন এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের স্নাতক পর্যায়ের কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়ারও সুপারিশ করেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব দাউদ-উজ-জামান চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৪ সদস্যের কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৮৯ সালের আগ পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে ১১টি কৃষি প্রশিক্ষণ

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কৃষি শিক্ষা উন্নয়নে ১১ প্রতিবন্ধকতা

● প্রথম পাতার পর

ইনস্টিটিউটে ১ বছর ও ২ বছরমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু ছিল। ১৯৮৯ সালে প্রথম কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি না করেই ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এতে কোর্সের মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের বেশি বিষয়বস্তু ব্যবহারিক। এ জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ল্যাবরেটরি, ফসলের মাঠ, উদ্যান, নার্সারি, রোগ-পোকার জাদুঘর, মাছ-মুরগি ও গবাদিপশুর খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। বর্তমানে ইনস্টিটিউটগুলোতে এসব অবকাঠামো স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। এমনকি অতীতে যা ছিল তাও সরকারি নীতির কারণে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডও শুরু থেকেই কৃষি শিক্ষার প্রতি উদাসীন। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯৬০ সালে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। শুরু থেকেই এ অধিদপ্তর শুধুমাত্র প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখা ব্যতীত অন্য কোনো শাখায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি এ অধিদপ্তরে কৃষি শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলসমৃদ্ধ কোনো শাখা বা বিভাগ নেই। অন্যদিকে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষাবোর্ড আইন ১৯৬৭-এর কোথাও কৃষিশিক্ষার বিষয়েরই উল্লেখ নেই।

মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলোকে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অধিভুক্ত করে এর বিভিন্ন ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ কৃষির বেসরকারি ইনস্টিটিউটগুলো এখনো এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে না। ফলে কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষায় ছেলেমেয়েরা হতাশ হচ্ছে। কৃষি শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা নেই। এমনকি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও কৃষি ডিপ্লোমা পাস শিক্ষার্থীদের এ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

সূত্রে জানা গেছে, সর্বোপরি উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকায় কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সকে জনপ্রিয় করা হচ্ছে না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট কোর্সের পর ডিপ্লোমা কোর্স এবং তারপরে স্নাতক কোর্সে ভর্তির সুযোগ আছে। বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু কৃষি শিক্ষায় এর সুযোগ নেই। যদিও ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কৃষি শিক্ষা উপকমিটি কৃষি ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিদিন প্রায় ২২০ হেক্টর হারে চাষাবাদের জমি কমে যাচ্ছে। যদি বলিষ্ঠ কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে জমির পরিমাণ আরো কমতে থাকবে। এ অবস্থায় জমিতে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো জরুরি হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে ধান, গম, ইক্ষু, সরিষা ইত্যাদি ফসলের ও শাকসবজি এবং ফলমূলের ফলন বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন প্রচুর শিক্ষিত ও দক্ষ কৃষক এবং কৃষি শ্রমিক।